যে নাম করেছে শশী সেই নাম ভাল।
''হরিলীলামৃত'' নাম মধুর হইল।।
মহাকাব্য হ'য়ে র'বে গ্রন্থ চিরদিন।
ভূমন্ডলে মান্য হবে ক্রমে দিন দিন।।
শুনহে তারক! আমি বলি তব ঠাঁই।
গ্রন্থ লিখে ধন্য হলে তব মৃত্যু নাই।।
মহাভারত লিখিল' ব্যাস মুনিবর।
বাল্মিকী রহিবে বেঁচে যুগ যুগান্তর।।
প্রভুর এ লীলামৃত শেষ অবতার।
লিখিয়া তারক তুমি হইলে অমর।।
আমার যে ইচ্ছা মনে শুন বলি তাই।
মনে হয় এই কীর্ত্তি আমি দেখে যাই।।
বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, যত অবতার।
দেশে দেশে করে যথা ধর্ম্মের প্রচার।।
আমরা বাবার নাম তেমনি প্রকারে।
সর্বদেশে সর্ব্বকালে করে ঘরে ঘরে।।
এই কার্য্যে আমি যত প্রেমানন্দ পাই।
এত শান্তি আর মোর কোন কার্য্যে নাই।।
আর দেখ এককথা রাজশক্তি বিনা।
কোনই ধর্মের গতি উপরে ওঠে না।।
রাজশক্তি ইংরেজের শক্তিমত্তাগুণে।
যীশুর ধর্ম্মের বাণী জানে সর্ব্বজনে।।
ইসলাম বৌদ্ধ আদি যত ধর্ম আছে।
রাজশক্তি পোষণেতে টিকিয়া রয়েছে।।
মম মনে এই আশা এ বংশ মাঝারে।
'রাজশক্তি নিয়ে যেন কেহ জন্ম ধরে।।
প্রভুর একথা শুনি যত ভক্তগণ।
কাঁদিয়া আকুল সবে ভাসে দু'নয়ন।।
গুরুচাঁদ আজ্ঞা করে অর্থ সংগ্রাহিতে।
হরিবর এই কার্য্য লয় নিজ হাতে।।
পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ক্ষীরোদ ঈশ্বর।
গুরুচাঁদ দেহে স্থিত ব্রহ্ম পরাৎপর।।
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে ইথে নাহি ভুল।
ফুটিবে জগত শুদ্ধ লীলামৃত ফুল।।
কাশীনাথ নামে সাধু জিলা যশোহরে।
নমঃশূদ্র শাখা জাতি গ্রাম জয়পুরে।।
তাহার নন্দন আমি অতি অভাজন।
শ্রীতারক সরকার জানে সর্ব্বজন।।
মৃত্যুঞ্জয় পদসেবী তাঁহার আশ্রিত।
তাঁর কৃপাক্রমে চিনি বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত।।
সেই প্রভু মোর কাছে কহে সমাচার।
''তারক রে জান না রে হরি অবতার।।''
আমি বলি ''প্রভু যদি ইহা সত্য হয়।
সেই হরিচাঁদে আমি দেখিব নিশ্চয়।।
অবতার হ'লে আছে লক্ষণ তাহার।
গৌরাঙ্গের পরে পুনঃ কোথা অবতার?
সাধক মোহান্ত কেহ মহাশক্তিশালী।
ওড়াকান্দী অবতীর্ণ হরি হরি বলি।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে ''তুমি জাননা তারক।
পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ভুবন পালক।।
যদি না বিশ্বাস কর মোর সাথে চল।
দেখিলে বুঝিতে পাবে জীবন সফল।।
এত কথা শুনি মনে আগ্রহ হইল।
মৃত্যুঞ্জয়ে বলি প্রভু! ওড়াকান্দী চল।।
ওড়াকান্দী উপনীত হই পরদিনে।
দূর হইতে শ্রীমূর্ত্তি দেখিনু নয়নে।।
উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি নিবু নিবু আভা।
রক্তরাগ-যুত পদ বরণীয় শোভা।।
দীর্ঘকেশ দীর্ঘভুজ আয়ত লোচন।
মরি! মরি! হাসি হাসি প্রফুল্ল বদন।।
বসিয়া আছেন প্রভু ধ্যান-মগ্ন প্রায়।
মহাভাব সমাধিস্থ মহা ভাবময়।।
বিরহিনী নদী যথা সাগরে মিলায়।
মম চিত্ত গঙ্গা তথা শ্রীপদে লুটায়।।